বিষয়বস্তুঃ মসজিদের ফযীলত ও আদব

জুমাদাল উখরা মাসের পঞ্চম জুমুআর বয়ান

(২৯ জুমাদাল উখরা ১৪৪৫ হিজরী, ১২ জানুয়ারী ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১২৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ❁ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ❁ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের ২৯ তারিখ, পঞ্চম জুমুআ। আজ আমরা মসজিদের ফযীলত ও আদব-সম্মান সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। মসজিদ হল মু'মিনের প্রাণ কেন্দ্র। পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মধ্যে মসজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা। কুরআন ও হাদীসে মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। সূরা জ্বিনের ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ

তায়ালার সাথে কাউকে ডেক না।” এ আয়াতে মসজিদগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা মসজিদের জন্য বড় ফযীলত।

মসজিদ হল আল্লাহর ঘরঃ হাদীসে মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলা হয়েছে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার ৩৪৬১৫ নম্বর হাদীসে হযরত উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ মসজিদসমূহ হল পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর।

মনে রাখবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা। সবই তাঁর। তবুও বিশেষ ভাবে মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলে অবিহিত করাই তার মাহাত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়াগা হল মসজিদঃ

মুস্তাদরাক হাকিমের ৩০৬ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম? নবীজি বলেছিলেনঃ আমি জানি না। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করেছিল, কোন জায়গা

সবচেয়ে খারাপ? নবীজি বলেছিলেনঃ আমি জানি না।

অতঃপর যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসেন, তখন নবীজি তাকে বলেছিলেনঃ আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জায়গা সব চেয়ে উত্তম। আমি বলেছিলাম, আমার জানা নেই। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেনঃ আমিও জানি না। তবে আমি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করে বলব। আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল (আঃ) কে বলেছিলেনঃ মুহাম্মদ তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন জায়গা সবচেয়ে উত্তম আর কোন জায়গা সবচেয়ে খারাপ। তুমি বিলেছিলে, আমার জানা নেই। (জেনে নাও)

إِنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ

“সবচেয়ে উত্তম জায়গা হল মসজিদ ও সবচেয়ে খারাপ জায়গা হল বাজার।”

আসমান থেকে মসজিদগুলকে কেমন দেখায়ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، تُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيْءُ نُجُوْمُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ

“পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহ তায়ালার ঘর। যমীন বাসীদের নিকট যেমন আসমানের তারামণ্ডলী উজ্জ্বল দেখায়, অনুরূপ ভাবে আসমানবাসীদের নিকট মসজিদগুলো উজ্জ্বল দেখায়।” মাজমাউয যাওয়াইদ কিতাবের ১৯৩৪ নম্বরে এ হাদীসটি লেখা আছে।

মসজিদে গমনকারী আল্লাহর মেহমানঃ

ভাই সকল ! আমরা জানতে পারলাম যে, মসজিদ হল আল্লাহর ঘর। আর কোন ব্যক্তি যখন কারো ঘরে যায়,সে তার মেহমান হয়।

সুতরাং, মসজিদে গমনকারী আল্লাহর মেহমান। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য মেহমানদরীর ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করি। সহীহ বুখারীর ৬৬২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

“যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় মসজিদে যায় এবং যতবার যায়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারীর

ব্যবস্থা করেন।” সুবহানাল্লাহ ! নামাযের জন্য মসজিদে গমনকারীর জন্য কতবড় সুভ সংবাদ।

সহীহ বুখারীর ৪৭৭ নম্বরের এক দীর্ঘ হাদীসে এটাও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকে, সে নামাযের মধ্যেই থাকে। (অর্থাৎ, সে নামাযের সওয়াব পেতে থাকে) আর তার উযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এ দুআ করেন

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

“হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন তার প্রতি রহম করুন।”

তবে মনে রাখতে হবে, মসজিদে যাওয়ার উপকার ও ফযীলত তখনই হাসিল হবে, যখন আমরা মসজিদ তথা আল্লাহর ঘরের আদব-সম্মান রক্ষা করব। আমরা অনেকে মসজিদের আদব সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে মসজিদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত থাকি। তাই আসুন আমরা মসজিদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদব জেনে নিই।

মসজিদের প্রথম আদবঃ মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে রেখে আল্লাহর নাম নিয়ে ও নবীর উপর

দরূদ ও দুআ পড়ে মসজিদে প্রবেশ করা। দুআগুলো এভাবে পড়বঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْلِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আমরা অনেকেই মসজিদে প্রবেশ করার দুআ পড়ি, কিন্তু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়ি না। অথচ মসজিদে প্রবেশের সময় দরূদ পড়া সুন্নাত। মুসনাদে আহমাদের ২৬৪১৬ নম্বর হাদীসে হযরত ফাতিমা রযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার সময় দরূদ-সালাম ও দুআ পড়ে প্রবেশ করতেন।

মসজিদের দ্বিতীয় আদবঃ মসজিদে প্রবেশ করার পর দু’রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়া। সহীহ বুখারীর ৪৩৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ কতাদাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে বসার

আগে দু’রাকাআত নামায পড়বে।” এখানে মনে রাখতে হবে, যে সময়ে নামায পড়া মাকরূহ, যেমন সূর্য উদয়ের সময়, সূর্য যখন মাঝ আকাশে থাকে যাকে আমরা যাওয়ালের সময় বলে থাকি, আর সূর্যাস্থের সময় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে তখন নামায পড়বে না। কেননা এ তিনটি সময়ে নামায পড়তে নবীজি নিষেধ করেছেন।

অনুরূপ ভাবে, যে ব্যক্তি আসর অথবা ফজরের নামায পড়ার পর মসজিদে প্রবেশ করবে, সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না। সহীহ বুখারীর ৫৬১ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

“ফজরের নামাযের পর আর কোন নামায নেই, যতক্ষণ না সূর্য কিছু উপরে উঠে যায়। আর আসরের নামাযের পর আর কোন নামায নেই, যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায়। ” তাই ফজর ও আসরের নামাযের পর অন্য কোন নফল নামায পড়া জাইয নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযের মাকরূহ সময়ে

মসজিদে প্রবেশ করবে, সে কালিমা-কালাম, তসবীহ ও দরূদ ইত্যাদি পড়বে, এতে মসজিদের হক আদায় হয়ে যাবে এবং সে নামাযের সাওয়াবও পেয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

মসজিদের তৃতীয় আদবঃ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, প্রশংসা করা এবং তাঁর একত্ব ও মহত্ত্বের ঘোষণা করা। হযরত আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟
قَالَ: المَسَاجِدُ، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগান দিয়ে যাবে, তখন ফল খাবে। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! জান্নাতের বাগান কি? তিনি বলেছিলেনঃ মসজিদসমূহ। আমি আবার বললাম,ইয়া রসূলাল্লাহ ! ফল খাওয়ার অর্থ কি? নবীজি বলেছিলেনঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" এ হাদীসটি সুনানে তিরমিযীর ৩৫০৯ নম্বরে বর্ণিত আছে। 'সুব্হানাল্লাহ' বাক্যটির অর্থ হল, আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা

করছি, তিনি যাবতীয় দোষক্রু টি থেকে মুক্ত।

শ্রোতামণ্ডলী ! এ তসবীহগুলো মসজিদ ও মসজিদের বাইরেও

খুব বেশি বেশি পড়া দরকার, কেননা প্রত্যেকটি কালিমার পরিবর্তে জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হয়। এ কথাটির প্রমাণে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ সুনানে তিরমিযীর ৩৪৬২ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊল (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মি'রাজের রাতে ইবরাহীম (আঃ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তিনি আমাকে বলেছেনঃ হে মুহাম্মাদ ! তোমার উম্মতকে আমার সালাম দিও এবং তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, জান্নাতের মাটি খুবই সুগন্ধ ও উর্বর এবং সেখানকার পানি খুবই সুস্বাধু। আর জান্নাত একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছ হল, সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।"

মসজিদের চতুর্থ আদবঃ জিকির-আযকার ছাড়া কোন

দুনিয়াবী কথা না বলা। কেউ কেউ মসজিদে এসে নামায-কালাম যিকির-আযকারের পরিবর্তে গল্পগুজোব বা দুনিয়াবী কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। এটা চরম অন্যায় ও গোনাহের কাজ। মসজিদ আল্লাহর ইবাদত উপাসনা ও ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর জায়গা। দুনিয়াবী কথা বলার জায়গা নই। তবে মসজিদে নিকাহ পড়ানো ও মুসলিম সমাজের জাতীয় সমস্যার সমাধান ও তাদের উন্নতি মূলক কথা আলোচনা করা জাইয আছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা এসব প্রমাণ আছে।

যারা মসজিদে গল্পগুজোব ও দুনিয়াবী বলে, তাদেরকে সতর্ক করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ، لَيْسَ لِلّٰهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ

“শেষ যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যারা মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলবে, এমন লোকদের আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নেই।” সহীহ ইবনে হিব্বানের ৪৯০৩ নম্বরে এ হাদীসটি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত

আছে।

এ হাদীসে বলা হয়েছে, যারা মসজিদে কথা বলে, আল্লাহ তায়ালার এমন লোকদের কোন প্রয়োজন নেই। এতে মসজিদে কথা বার্তা কারীদের চরম হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসটি মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবের ৭৪৩ নম্বরে হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তাতে এ কথাও লেখা আছে, তোমরা এমন লোকদের কাছে বসবে না। মসজিদে গল্পগুজোব ও দুনিয়াবী কথা বলা যে আল্লাহর কত অপছন্দ এ হাদীস দ্বারা তা সহজে বোঝা যায়। আল্লাহর নেক বান্দারা মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা থেকে সাধ্য মত পরহেয করেন।

এক বুযুর্গের ঘটনাঃ

খলফ ইবনে আইয়ূব (রহ) নামে এক বুযুর্গব্যক্তি মসজিদে ছিলেন, এমন সময় তার গোলাম তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তিনি মসজিদে তার কথার উত্তর না দিয়ে মসজিদ থেকে বার হয়ে তার কথার উত্তর দেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি মসজিদে তার কথার উত্তর দিতে পারতেন! তখন তিনি বলেছিলেনঃ আমি অনেক বছর

থেকে মসজিদে দুনিয়াবী কোন কথা বলি নি। তাই আজ আমি মসজিদে তার কথার উত্তর দেওয়াটা অপছন্দ করলাম। এ ঘটনাটি তাম্বীহুল গাফিলীন কিতাবের ৩০৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

কেউ যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সামান্য দু'একটি কথা মসজিদে বলে,তবে তাতে গোনাহ হবে না। তবে শর্ত হল, যেন তা উচ্চঃস্বরে না হয়। তফসীরে মাআ'রিফুল কুরআনে সূরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, হযরত উমার ফারূক (রযি)

এক ব্যক্তিকে মসজিদে উচ্চঃস্বরে কথা বলতে শুনে তাকে বলেছিলেনঃ তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ জান না?

সহীহ বুখারীর ৪৫৮ নম্বর হদীসে বর্ণিত আছে, হযরত সায়িব এবনে ইয়াযীদ (রহ) বলেছেনঃ একবার আমি মসজিদে নববীতে ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে কাকর মারে, আমি জেগে দেখলাম, তিনি হলেন উমার ইবনুল খত্তাব। তিনি আমাকে বললেনঃ যাও ঐ দু'ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি দু'জনকে তাঁর

কাছে ডেকে আনলাম।

হযরত উমার (রযি) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কোন গোত্রের লোক, কোথা থেকে এসেছ? তারা বললঃ আমরা তায়েফের বাসিন্দা। তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ যদি তোমরা মদীনার বাসিন্দা হতে, তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। কারণ তোমরা নবীজির মসজিদে উচ্চঃস্বরে কথা বলছ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা থেকে হিফাযত করুন, আমীন।

মসজিদের পঞ্চম আদবঃ মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। মসজিদকে নাপাকী ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার রাখা খুব জরুরী ও সাওয়াবের কাজ। আল্লাহ তায়ালা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কা'বা ঘরকে পাক-পবিত্র রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। সূরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآ ئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

“আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু

সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।” তফসীরে কুরতুবীতে লেখা আছে, এখানে আল্লাহ তায়ালা কা’বা ঘরের নাম না করে বলেছেন, “আমার ঘরকে পবিত্র রাখ” এ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ কেবল মাত্র কা’বা ঘরের জন্যই নয়, বরং সব মসজিদের ক্ষেত্রেই এ আদেশ প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহর ঘর।

মসজিথেকে সামান্য খড়কুটা দূর করাও সওয়াবের কাজঃ

সুনানে আবূ দাউদের ৪৬১ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

“আমার উম্মতের নেক আমল আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়, এমনকি খড়কুটা বা ধূলিকণা মসজিদ থেকে দূর করার সাওয়াবও দেখানো হয়েছে।”

ভাই সকল ! মসজিদকে পরিষ্কার রাখা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আর এটা কোন মামুলি কাজ নয়। বরং

মহা পূণ্য ও গৌরবের কাজ, যে কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামকে দিয়েছিলেন। যদি কোন মসজিদে নির্দিষ্ট কাউকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব থাকে, তবুও অন্যান্যদের এ পূণ্য কাজে শরীক হওয়া দরকার।

মসজিদের ষষ্ট আদবঃ যেসব খাদ্য খেলে মুখ দুর্গন্ধ হয়, তা খাওয়ার পরপরই মসজিদে না আসা। কারণ, এর ফলে অন্য মুসল্লীদের কষ্ট হয়। তাছাড়া মসজিদে ফেরেশতারা যাতায়াত করেন। আর দূরগন্ধের কারণে ফেরেশতারা কষ্ট অনুভব করেন। সহীহ মুসলিমের ৫৬৪ নম্বর হাদীসে সাহাবী জাবির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পিয়াজ,রসুন খাবে, সে যেন আমার মসজিদের কাছেও না আসে। কারণ, মানুষ যেসব বস্তু দ্বারা কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেসব বস্তুতে কষ্ট অনুভব করেন।

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, সে জন্যে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেনঃ কাঁচা পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি

এমন সব খাদ্য, যা খেলে মুখ দুর্গন্ধ হয়, তা খাওয়ার পর মুখের দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে আসা মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার আদব রক্ষা করার তওফীক দান করেন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)